হাওয়ারীনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১৪

(১)ইকোনিয়ম শহরেও একই ঘটনা ঘটলো। সেখানে হযরত পৌল রা. ও হযরত বার্নবাস রা. ইহুদিদের সিনাগোগে গিয়ে এমনভাবে কথা বললেন যে, অনেক ইহুদি ও আল্লাহ্ ভক্ত অ-ইহুদি ইমান আনলো। (২)কিন্তু অ-বিশ্বাসী ইহুদিরা অ-ইহুদিদের উসকে দিয়ে ইমানদার ভাইদের বিরুদ্ধে তাদের মন বিষিয়ে তুললো।

(৩)তাই তাঁরা বেশ কিছুদিন সেখানে রইলেন এবং সাহসের সংগে আল্লাহর কথা বলতে থাকলেন। তাঁরা তাঁর দয়ার কালাম প্রচার করলেন এবং সে-সব কথা যে বিশ্বাসযোগ্য, তার প্রমাণ হিসাবে তাঁরা আশ্চর্য কাজও করলেন। (৪)তবুও শহরের লোকেরা দু' ভাগ হয়ে গেলো। কেউ-কেউ ইহুদিদের পক্ষে, আবার কেউ-কেউ হাওয়ারিদের পক্ষে গেলো।

(৫)যখন অ-ইহুদি ও ইহুদি এই দু' দলই তাদের নেতাদের সংগে মিলে হাওয়ারিদেরকে অত্যাচার করার ও পাথর মারার ষড়যন্ত্র করলো, (৬)তখন হাওয়ারিরা তা জানতে পেরে লুকাওনিয়া প্রদেশের লুস্ত্রা ও দেব্রা শহরে এবং তার আশেপাশের জায়গায় পালিয়ে গেলেন। (৭) এবং সে-সব জায়গায় তাঁরা সুখবর প্রচার করতে থাকলেন।

(৮)লুস্ত্রায় এমন এক লোক ছিলো, যে তার পা ব্যবহার করতে পারতো না। সে কখনো হাঁটেনি। সে জন্ম থেকেই খোঁড়া ছিলো। (৯-১০)হযরত পৌল রা. যখন কথা বলছিলেন, তখন সে শুনছিলো। তিনি সোজা তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, সুস্থ হবার মতো ইমান তার আছে। এতে তিনি জোরে বললেন, "তোমার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও।" তখন লোকটি লাফ দিয়ে উঠে হাঁটতে লাগলো।

(১১)হযরত পৌল রা. যা করলেন তা দেখে লোকেরা লুকাওনীয় ভাষায় চিৎকার করে বললো, "দেবতারা মানুষ হয়ে আমাদের কাছে নেমে এসেছেন।" (১২)তারা হযরত বার্নবাস র. নাম দিলো জিউস এবং হযরত পৌল রা. প্রধান বক্তা হওয়ায় তার নাম দিলো হার্মিস। (১৩)জিউস দেবতার মন্দিরটা ছিলো শহরের বাইরে। মন্দিরের পুরোহিত ষাঁড় ও মালা নিয়ে এলো। কারণ সে এবং সমস্ত লোকেরা পশু উৎসর্গ করতে চাইলো।

(১৪)হযরত বার্নবাস র. ও হযরত পৌল রা. সে-কথা শুনতে পেয়ে নিজেদের কাপড় ছিঁড়ে দৌড়ে লোকদের মধ্যে গেলেন এবং চিৎকার করে বললেন, (১৫)"বন্ধুরা, আপনারা কেনো এসব করছেন? আমরা তো কেবল আপনাদের মতো মানুষ। আমরা আপনাদের কাছে সুখবর এনেছি, যেনো আপনারা এসব অসার জিনিস ছেড়ে জীবন্ত আল্লাহর দিকে ফেরেন। তিনিই আসমান, জমিন, সমুদ্র এবং সেগুলোর মধ্যে যা আছে, তার সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন।

(১৬)আগেকার দিনে সব জাতিকেই তিনি তাদের ইচ্ছামতো চলতে দিয়েছেন।

(১৭)তবুও তিনি সব সময় ভালো কাজের দ্বারা নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি আসমান থেকে বৃষ্টি দিয়ে এবং সময় মতো ফসল দান করে, প্রচুর খাবার দিয়ে, আপনাদের মনকে আনন্দে পূর্ণ করেছেন।" (১৮)এসব কথা বলে অনেক কষ্টে তারা পশু উৎসর্গ করা থেকে তাদেরকে থামালেন।

(১৯)পরে যখন আন্তিয়খিয়া ও ইকোনিয়ম থেকে আসা কয়েকজন ইহুদি, লোকদের উসকে দিলো, তখন তারা হযরত পৌল রা.-কে পাথর মারলো এবং তিনি ইন্তেকাল করেছেন মনে করে তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে শহরের বাইরে ফেলে রাখলো। (২০)কিন্তু পরে ইমানদারেরা তার চারপাশে জমায়েত হলে তিনি উঠে শহরে ফিরে গেলেন। পরদিন তিনি হযরত বার্নবাস র. সংগে দেব্রা শহরে চলে গেলেন।

(২১-২২)দেব্রাতে ইঞ্জিল প্রচার করায় সেখানে অনেকে ইমান আনলে পর তাঁরা লুস্ত্রা, ইকোনিয়ম ও আন্তিয়খিয়াতে ফিরে গেলেন। সেখানকার উম্মতদের ইমান বাড়িয়ে তাঁদের শক্তিশালী করলেন এবং ইমানে স্থির থাকতে উৎসাহ দিলেন। তাঁরা বললেন, "অনেক জুলুম সহ্য করার মধ্য দিয়ে আমরা অবশ্যই আল্লাহর রাজ্যে ঢুকবো।"

(২৩)এরপর তাঁরা প্রত্যেক ইমানদার দলে বুজুর্গদের নিয়োগ করলেন এবং যে হযরত ইসা আ. এর ওপর তাঁরা ইমান এনেছিলেন, মোনাজাত ও রোজা রেখে সেই হযরত ইসা আ. এর হাতেই তাদের তুলে দিলেন। (২৪)এরপর তাঁরা পিসিদিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়ে পাম্‌ফুলিয়ায় পৌঁছলেন। (২৫)পের্গায় আল্লাহর কালাম প্রচার করার পর তাঁরা অত্তালিয়ায় গেলেন। (২৬)সেখান থেকে তাঁরা জাহাজে করে আন্তিয়খিয়ায় ফিরে এলেন। যে-কাজ তাঁরা শেষ করেছিলেন, তার জন্য এখানেই তাঁদেরকে আল্লাহর রহমতের হাতে তুলে দেয়া হয়েছিলো।

(২৭)এখানে পৌঁছে তাঁরা ইমানদার দলের সবাইকে এক জায়গায় জমায়েত করলেন এবং আল্লাহ্‌ তাঁদের মধ্যদিয়ে যা করেছেন, তার সবই তাঁদের জানালেন; এবং কীভাবে অ-ইহুদিদের জন্য ইমানের দরজা খুলে দেয়া হয়েছে, তাও বললেন। (২৮)অতঃপর তাঁরা কিছুদিন উম্মতদের সংগে থাকলেন।